بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূচীপত্র

ভূমিকা

দরুদ শরীফ

সম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণ দরুদ

১) অনুতাপ বা অনুশোচনা দুর করায়

২) কাবা ঘরে দরুদ পাঠ করা

৩) মেহের সুন্নত হওয়ার কারণ

৪) আল্লাহর যিকির আর দরুদের নৈকট্য

৫) ফেরেস্তারা অন্তরভুক্ত হয়

৬) মনোনিত দোয়া

৭) মধু মিষ্ট হওয়ার করাণ

৮) জ্ঞানোচিত (গল্প বা কাহানি বর্ণনা করা)

৯) উত্তম যিকির

১০) কিভাবে প্রার্থনা করবো

১১) উচ্ছস্বরে দরুদ পাঠ করা

১২) আল্লাহর সম্মতি আকর্ষণ করার উপায়

১৩) পাপ কার্যকে ধ্বংস করে দেয়

১৪) যারা দরুদ শরীফ লেখে

১৫) ফেরেস্তাগণেরা দরুদ শরীফ বহনকারী

১৬) শুক্রবারে সব থেকে উত্তম যিকির

১৭) সব থেকে কঠিন আমল

১৮) আমলের পাল্লা ভারি হবে

১৯) কবরে আলো

২০) পুলে সিরাতে আলো

২১) স্বর্গে নবীজির অথিতি

২২) হযরত মুসা(আঃ) এর পদোন্নতির কারণ

২৩) বিপদ থেকে পরিত্রান

২৪) বণি ইসরাঈলদের গরু

২৫) বণি ইসরাঈলদের তাওয়াস্‌সুল

২৬) দরুদ শয়তানের জন্য দুঃখজনক

২৭) সর্বোত্তম ইবাদত (বরজাখের কথা)

২৮) দরুদ আর রমযান মাস

২৯) নবীজির অভিষেক দিবসে দরুদ

৩০) জিহ্বার সাদকা

৩১) কৃপণ

৩২) ফুলে সুগন্ধ

৩৩) তিনবার আমীন বলা

৩৪) গোনাহ্ সমাপ্ত হয়ে যায়

৩৫) সুস্হ ও সবলতা

৩৬) দোয়া মর্যাদা সম্পূর্ণ আর আমল শোধিত

৩৭) যুবক আর দরুদ শরীফ

৩৮) বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীর থেকে সুগন্ধ

৩৯) ঈসা (আঃ) আর দরুদ শরীফ

৪০) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে শতবার দরুদ

দরুদ শরীফের মর্যাদা

ভূমিকা:

সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যার গুণাবলী ও জাতসত্ত্বার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মানবকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের স্বাধীনতা দান করেছেন।পবিত্র কুরআনে বর্নিত আছে : আমরা তোমাদেরকে সঠিক পথে হেদায়েত করেছি এখন তোমরা ধন্যবাদ জানাও আথবা অস্বীকার করো

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার বিবেকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন কেননা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়মতের অন্যতম সর্বৎকৃষ্ট অনুগ্রহ হচ্ছে বিবেক ও শিক্ষা তথা বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান । এ বুদ্ধি ও জ্ঞানই মানবজাতির মহান হওয়ার মুল কারণ । আল্লাহ তাঁর মনোনিত দ্বীন ইসলামকে বিবেক ও শিক্ষার ভিত্তির উপর স্হাপন করেছেন । তাই সঠিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা আর অন্ধকার পৃথিবীকে অজ্ঞতাঁর অভিশাপ থেকে মুক্ত করে চারিদিকে শিক্ষার প্রদ্বীপ প্রজ্জলিত করা আর সঠিক ইসলামের নিয়মকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করা আমাদের মুল উদ্দেশ্য হওয়া দরকার । নবীর পরে নবীর বংশধরের মর্যদার কথা সবার সামনে তুলে ধরা, তাদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে গভীর করার যেন গড়ে উঠে তাঁর নির্দেশ দেওয়া যথা আল্লামা যামাখশরি ও ফাখরে রাযী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রখ্যাত দুজন মুফাসসির ও প্রসিদ্ধ আলেম । তারা তাদের সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্হদ্বয় আলকাশ্শাফ ও আল কাবির এ বাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যখন এ আয়েত নাযিল হয়েছিল

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المؤدة فى القربى

বলে দাও : আমি আমার রেসালাতের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাইনা । আমি চাই যে শুধুমাত্র আমার বংশধরদের ভালোবাসবে ।

তখন রসুল (সাঃ) এরশাদ করলেন

من مات على حب آل محمد مات شهيدا

الا من مات على حب آل محمد مات مغفوراله

الا من مات على حب آل محمد مات تائبا

الا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا للايمان

الا من مات على حب آل محمد مات بشره ملک الموت بالجنة ثمّ منكرونكير

الا من مات على حب آل محمد مات يزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها

الا من مات على حب آل محمد فتح له فى قبره بابان الى الجنة

الا من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكه الرحمن

الا من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة

الا من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله

الا من مات على بغض آل محمد مات كافرا

الا من مات على بغض آل محمد لم يشمّ رائحة الجنة

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর মৃত্যু শহীদের মৃত্যুর সমতুল্য হবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর মৃত্যু ক্ষমা প্রপ্তির মৃত্যুর ন্যায় পরিগনিত হবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর মৃত্যু তওবাকারীর মুত্যু হিসাবে গন্য হবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর মৃত্যু পরিপূর্ন ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে মৃত্যুদুত (আয্রাইল) অতঃপর মুনকির ও নাকির জান্নাতের সুসংবাদ পরিবেশন করবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে বেহেস্তে এমন ভাবে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেভাবে নববধুকে সাজিয়ে স্বামী গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর কবরে জান্নাত মুখি দুইটি দরোজা খুলে দেওয়া হবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে যিয়ারতগাহে পরিণত করবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি ভালোবাসা লালন করে মৃত্যুবরণ করবে সে রসুলের সুন্নতের পথে এবং মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মারা যাবে সে কেয়ামতের দিনে এমন অবস্হায় উপস্হিত হবে যে তাঁর কপালে লেখা থাকবে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর মৃত্যু কাফেরের মুত্যুর সমতুল্য হবে ।

যে ব্যক্তি অন্তরে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মৃত্যুবরণ করবে সে কোনো দিন বেহেস্তের সুগন্ধ অনুভব করতে পারবেনা । (আলকাশ্‌শাফ খঃ ৪ পৃঃ ২২০, আলকাবির খঃ ২৭ পৃঃ ১৬৬, তাফসির আল জামেয়ালি আহকাম আল কুরআন কারতিবি খঃ ১৬ পৃঃ ২২)

নবীর বংশধরের ভালোবাসা কুরআনি সূত্রে আমাদের উপর ওয়াজিব আর সেই ভালোবসাকে গভির আর নিবিড় করার সব থেকে উত্তম মাধ্যায় হচ্ছে দরুদ শরীফ পাঠ করা শুধু নবীর উপর নয় বরং তাঁর বংশধরের উপর ও দরুদ পাঠ করতে হবে । কেবল মাত্র নবীর উপর দরুদ পাঠ করলে মুসলমান হওয়া যায় প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়না ।

কুরআনে বর্ণিত আছে : যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ মিলিত ভাবে নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন । হে মানবগণ যারা ঈমান নিয়ে এসেছো নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করো আর তাকে অনুসরণ করো ।

ইমাম রেজা(আঃ) থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি নিজের গোনাহের কাফ্‌ফারা দিতে পারে না, তাঁর কর্তব্য অধিক থেকে অধিক নবী ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা কেননা দরুদ গোনাহকে ধ্বংস করে দেয় ।

দরুদ শরীফ:

তাশাহুদে যে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয় সেটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ, আর এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কেননা সমস্ত মুসলমানগণ তাশাহুদে এটাই পাঠ করে যথা_ **আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মাদীঁও ওয়ালি মুহম্মাদ** । দরুদ শরীফ আল্লাহ তায়ালার নিকটে খুবি মনোনিত , আর যে দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাকে অতিরিক্ত ভালোবাসেন । দরুদ শরীফ যখন সমবদ্ধ হয়ে পাঠ করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা মানবের মনে এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন । জীবনের সমস্ত অসহায়, অনাটন, কষ্টও বেদনা দুর করায় । অন্ধকার থেকে মানবদের উজ্জলতাঁর দিকে টেনে নিয়ে আসে , অন্তরকে পাকও পবিত্র করে তোলে, আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নেয়ামতকে তার জন্য অবতীর্ণ করে , ফেরেস্তাগণ নিজের কলম ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করে (কেননা তারা দরুদের অধিক ছওয়াব লিখতে পারে , তাদের এই ছওয়াব লেখার ক্ষমতা নেই) দরুদ শরীফ মানবগণকে আল্লাহ তায়ালার অতি নিকটে পৌঁছে দেয় আর তাঁর খলিফা ও আউলিয়ার মন জয় করার অতি সুন্দর মাধ্যম ।

সম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণ দরুদ:

তাশাহুদে যে দরুদ পাঠ করা হয় সেটায় হচ্ছে সম্পূর্ণ দরুদ এটায় হচ্ছে সমস্ত মুসলমানদের বিশ্বাস । শিক্ষক মহাশয় তানার পুস্তক জামে তাহাদি উশ্‌শিয়ার মধ্যে নিজের মনের কথা লিখেছেন (অর্থাৎ নিজের ঘটনা লিখেছেন) যে হজের সময় কাবা ঘরের নিকটে এক ইমামে জামাতের সাথে দেখা হলো আর নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হলো । তিনি অতি চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, আমি তাঁর কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরলাম , আমার পরিচয় শুনে খুবি আনন্দিত হলেন আর আমাকে খুবি সন্মান করলেন । আমি তাঁর কথার মধ্যে একবার বলে বসলাম যে তাসাহুদের মধ্যে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব কিন্তু আপনি কখনো কখনো দরুদ শরীফ পাঠ করতে ভুলে যাচ্ছেন । তখন তিনি উত্তর দিলেন যে তাসাহুদের মধ্যে প্রত্যেকের উপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব আর অপর স্হানে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব নয় বরং এটা নবীজির সুন্নত তাই কখনো পাঠ করি আর কখনো ছেড়ে দিই । আপনি জানেন পাক নবী আমাদের কেমন ভাবে দরুদ পাঠ করতে বলেছেন_কুলু আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মাদীঁও ওয়ালি মুহম্মাদ _ পাক নবী আদর্শ

হিসাবে আমাদের এটা বলেছেন যে নামাজ ছাড়া অন্য স্হানে দরুদ পাঠ করার কোনো অসুবিধা নেই । তিনি আরও বলেছেন : যে দরুদের মধ্যে আমার বংশের কথা উল্লেখ নেই সেটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ দরুদ । আমার দিকে দৃড় চাতনার, সাথে দেখার পর প্রশ্ন করলেন কোথায় লেখা আছে ? আমি বললাম বুখারি শরিফের মধ্যে যেখানে এই আয়াতের সম্মন্ধে লেখা আছে _**ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতুহ ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়োহাল লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লেমু তাসলিমা**_ আশাকরি আজ রাতে এই আয়াতের সম্মন্ধে খোঁজ করবে , আমি আগামিকাল যোহরের সময় এইখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করবো । রাতে গিয়ে যখন বুখারি শরিফের মধ্যে সত্য কথা দেখতে পেলো তখন পেশ ইমামের সামনে এই বিসয় পরিস্কার হয়ে গেলো , তাঁরপরের দিন সিমীত দেরিতে উপস্হিত হলেন আর আমাকে হাতের ইশারা করে ডাকলেন , আমি যখন নিকটে পৌছালাম তখন তিনি বললেন_ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মার্দীও ওয়ালি মুহম্মাদ _ অর্থাৎ সম্পূর্ণ দরুদের কথা বুখারী শরীফের মধ্যে ও লেখা আছে । এই পুস্তকে তাশাহুদে দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব বলে ঘোষনা করেছে । দরুদ শরীফ যথা_ বুখারি শরিফের মধ্যে _ ভাবে লেখা আছে,

প্রত্যহো প্রতি নামাজে ওয়াজিব আর সমস্ত স্হানে সুস্তন বলে গন্য আছে । যারা নিজের ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজে দরুদ পাঠ করবেনা তাদের নামাজ সঠিক হবেনা । ইমামে শাফেয়ী দরুদ ওয়াজিব হওয়ার সম্মন্ধে এমন মুল্যবান কথা বলেছেন _ **ইয়া আহলা বাইতি রাসুলিল্লাহি হুব্বুকুমু , ফারাযুন মিনাল্লাহি ফিল ক্বোর্ আনি আনযালাহু , কাফাকুমু মিন আযিমিন ফযলে আন্নাকুমু , মানলাম ইউসাল্লি আলাইকুম লা সালাতালাহু** _ হে পাক নবীজির বংশধর তোমাদের ভালোবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব করেছেন আল্লাহ হায়ালা , যার কথা কোরআন শরীফে লিপিবদ্ধ আছে । তোমাদের মর্যাদা সম্মন্ধে আমরা এতটা জানি যে যদি কোনো ব্যক্তি নামাজে তোমাদের উপর দরুদ পাঠ নাকরে তাহলে তাদের নামাজ সঠিক হবেনা । যখন মানুসকে পথভ্রষ্ট হতে বা সঠিক পথকে সাগরে ভাসাতে দেখেছি , তখন আমি আল্লাহর নাম সরণ করে নবীর বংশধের নাজাতের তরীতে উঠে পড়লাম , আল্লাহর রশ্মিকে শক্ত করে ধরে আছি যেটা হচ্ছে তাদের প্রতি ভালোবাসা কেননা এই রশ্মিকে আঁকড়ে ধরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن انزله

يكفيكم من عظيم الفخر انكم من يصل عليكم لا صلاة له

ولما رايت الناس قدذهب بهم مذاهبهم فى ابحر الغى و الجهل

ركبت على اسم الله سفن النجا وهم اهل بيت المصطفى خاتم الرسل
و امسكت حبل الله وهم لاؤهم كما قد امرنا بالتمسک بالحبل

নবীজির পবিত্র বংশধরের ভালোবাসা
মোদের উপর ওয়াজিব করেছেন খোদা
যদি পড়ি নামাজ দরুদ শরীফ বিনা
হতাশা ছাড়া হাতে কিছুই আসবেনা ।
জীবনের তরী যখন তিরেতে না আসে
নবীর বংশধরের প্রেম কাজে আসে
প্রবেশ করি তখন তাদের তরীতে গিয়ে
আরম্ভ করি নতুন জীবন আলোর সাথে ।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে কেমন ভাবে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করবো, পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) তাঁর নিয়ম বলে দিলেন যে আমার উপর এমন ভাবে দরুদ পাঠ করো _ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মাদীঁও ওয়ালি মুহম্মাদ _ আর এই দরুদ শরীফ দিয়ে নিজের প্রার্থনা আরম্ভ করো । যদি তোমরা এমন ভাবে প্রার্থনা করো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবে নতুবা গ্রহণ করবেনা । নবীজি যেমন ভাবে দরুদ শরীফ পড়তে বলেছেন সেটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ দরুদ । পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : যে যদি কোনো ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করে আর আমার নংশধরকে ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের উপর জান্নাতের সূগন্ধ পর্যন্ত হারাম হবে (অর্থাৎ তারা সূগন্ধ অনুভব করতে পারবেনা) অসম্পূর্ণ দরুদ তাকে বলে যে দরুদ হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায় । এক ব্যক্তি ইমাম বাকের(আঃ) এর নিকটে গিয়ে অসম্পূর্ণ দরুদ পাঠ করলো তখন ইমাম বললেন : কেন আমাদের উপর অত্যচার করছো আর সঠিক দরুদ পাঠ করছোনা বরং এমন ভাবে দরুদ পাঠ করো _ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মাদীঁও ওয়ালি মুহম্মাদ _ আমাদের সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে দরুদে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর বংশধরের কথা উল্লেখ করা হয়না সেটাই হলো অসম্পূর্ণ দরুদ ।

তারিখে ইয়াকুবিতে বর্ণিত আছে যে আবদুল্লা বিন যুবায়ের পরস্পর চল্লিশ দিন নামাজে জুমার খোৎবায় দরুদ পাঠ করা ছেড়ে দিয়েছিল, যখন দরুদ না পড়ার কারণ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি উত্তর দিলেন আমি অসহায় আছি কেননা নবীর পরে নবীর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করতে হবে যার করণে আমি দরুদ পাঠ করা ছেড়ে দিয়েছি (তাদের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য ছিলো নবীর বংশধরের পরিচয় যেন সবার মাঝে প্রকাশ না হয় কিন্তু আল্লাহ যাদের পরিস্কার ভাবে উজ্জল করতে চায় তাদেরে কেউ বাধা দিতে পারবেনা) তাদের মনে সর্বদায় নবীর বংশধরের প্রতি শত্রুতা ছিলো যার কারণে তারা এটাই ভাবতো যে দরুদ পাঠ করলে সবার সামনে নবীর বংশধরের পরিচয় ও তাদের মর্যাদা উজ্জল হয়ে যাবে তাইতো তারা প্রত্যক

স্হান থেকে আলে মুহম্মাদ শব্দটি উল্লেখ করা ছেড়ে দিয়েছে (নিজেদের রাজত্ব বাঁচানোর জন্যে তারা এমন চরিত্রবান ব্যক্তিদের সাথে শত্রুতা করেছে তারা সব কিছু জানে যে এদের সাথে শত্রুতা করার ফল কি ? আর এদের ভালোবাসার প্রতিদান কি ?)

জামাখশরি এই আয়াতের_ **হোয়াল্লাযি ইউসাল্লি আলাইকুম ওয়া মালায়েকাতাহু**_ সম্বন্ধে লিখেছেন যে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর দরুদ পাঠ করা যাবে , যদি তাঁর মধ্যে পাক নবীর বংশধর এসে যায় তাদের উপর দরুদ পাঠ করতে কোনো অসুবিধা নেই । _**ওয়ামা মানা সালাতেহিম ? কুলতো ; হিয়া কওলাহুম আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মোমেনিন**_ পাক নবীজির বংশধরকে তারা রাজনৈতিক কারণের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে । তাদের মনে এতটা ভয় ছিলো যে যদি নবীর বংশধরের নিঃষ্পাপ জীবনের পরিচয় তাদের সামনে উজ্জল হয় তাহলে তাদের রাজসিংহাসন ধূলোর সাথে মিশে যাবে । এ করণে তারা সদা নবীর বংশধরকে এড়িয়ে চলতেন ।

দরুদের মুল রহস্য খুঁজে বার করা আমাদের চিন্তাধারার বাইরে কিন্তু আজকালকার মুফতিরা রাজনৈতি নেতাদের থেকেও বিশেষ ভয়ঙ্কর কেননা নেতারা মিথ্যা কথা বলে , মিথ্যা আশা দেয় , চুক্ত ভঙ্গ করে শুধু মাত্র ভোটের নেশায় আর মুফতিরা ফতোয়া দেয় নোটের নেশায় । রাজনৈতি নেতাদের দাপট (প্রভাব) পাঁচ বছর থাকে অর্থাৎ যত সময় তাঁর রাজত্ব থাকে । যখন তাঁর রাজত্ব শেষ হয়ে যায় তাঁর প্রভাব ও শেষ হয়ে যায় কিন্তু মুফতি পালটায়না বরং তাদের মিথ্যার প্রাচিল এমন ভাবে গড়ে উঠে যে সততা তাঁর মধ্যে চাপা পড়ে যায় । তাদের সামনে যতবার সঠিক রীতি নিতিকে তুলে ধরবে তারা কখনো গ্রহণ করবেনা । মুফতিদের মিথ্যা ফতোয়া মানবের জীবনীকে সঠিক পথ থেকে দুরে সরিয়ে রাখে । আমাদের কর্তব্য নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা সঠিক ইসলামিক রিতীকে গ্রহন করা আর উপরের মাঝে প্রকাশ করা যে এমন ভাবে পাক নবী আমাদের শিখিয়েছেন আর তিনি এমন ভাবে দরুদ পাঠ করতে বলেছেন যদি নবীর সাথে নবীর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করো তাহলে এটা তোমাদের সম্পূর্ণ দরুদ হবে নতুবা অসম্পূর্ণ দরুদ বলে গন্য হবে । সর্বস্হানে সম্পূর্ণ দরুদ পাঠ করা আমাদের নিয়োমিত কর্তব্য । ইবনে তাইমিয়া ওহাবিদের লেখকের মধ্যে বিশেষ এক ব্যক্তি তিনি তানার গবেষনার পরে নবীর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করাকে উত্তম বলে ঘোসনা করলেন কিন্তু ওহাবিরা তাঁর কথা মানতে অস্বিকার করলো । আমি এই প্রবন্ধতে বিশেষ কিছু দরুদের বিসয় নিয়ে আলোচনা করবো যথা . . . . .

১) অনুতাপ বা অনুশোচনা দুর করায়:

যদি কোনো বৈঠাক (মজলিস বা মহফিল) দরুদ শরীফ বিনা সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলে সেই বৈঠক আয়োজনকারী অনুতাপ বা অনুশোচনায় লিপ্ত হয় । ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অনুষ্ঠানে আল্লাহর নামের পর আমার উপর দরুদ পাঠ না করে তাহলে সেই অনুষ্ঠানের মালিকের উপর অনুতাপ বা অনুশোচনা লেখা হয়

অনুতাপ বা অনুশোচনা থেকে বাঁচার একটাই উপায় যত সম্ভব পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা । দরুদ পাঠ করার সময় মন আর মুখের মিল থাকা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা এই ভাবেই মানুষের মনে, নিষ্ঠা স্হান পায় । অলসতার সাথে দরুদ পাঠ করা সঠিক নয় , ধ্যান জ্ঞান তাঁর উপর থাকা বিশেষ মর্যাদা সম্পূর্ণ , এমন ভাবে দরুদ পাঠ করো যেন পাক নবী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ।

সুফিয়ানে সওরির কাছে প্রশ্ন করা হলো অনুতাপ বা অনুশোচনার দিন কাকে বলে ? কুরআনের আয়াত _ **ওয়ানযির হুম ইয়াওমুল হাস্‌রাত**_ অনুতাপ বা অনুশোচনার দিন থেকে ভয় করো । সুফিয়ানে সওরি উত্তরে বললেন : কেয়ামতের দিনকে অনুতাপ বা অনুশোচনার দিন বলা হয় । এই দিন সবাই অনুতাপ করবে , সত্যবাদীরা অনুতাপ করবে কেন তারা অধিক সত কাজ করতে পারেনি , অসতকারীরা অনুতাপ করবে কেন তারা সত কাজ করেনি । পুনরায় সুফিয়ানে সওরির কাছে প্রশ্ন করা হলো কেয়ামতের দিন এমন কেউ আছে যারা অনুতাপ বা অনুশোচনা থেকে দুরে থাকবে ? সুফিয়ানে সওরি উত্তরে বললেন : কেয়ামতের দিনে যারা পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করবে তারা অনুতাপ বা অনুশোচনা থেকে বিরত থাকবে ।

২) কাবা ঘরে দরুদ পাঠ করা:

কাবা ঘরে প্রবেশ করার সময় দরুদ শরীফ থেকে অধিক মর্যাদা সম্পূর্ণ কোনো যিকির নেই । আবদুস্‌সামাদ বর্ণনা করেছেন : আমি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করলাম তখন আমার কোনো জিকিরের কথা মনে ছিলোনা আমি সর্বস্হানে পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করেছি অবশেষে ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) থেকে প্রশ্ন করা হলো মাওলা আমার উপসনা(ইবাদাত) কি সঠিক হয়েছে ? ইমাম তখন উত্তরে বললেন আজকের দিনে তোমার থেকে উত্তম ইবাদাত অপর কোনো ব্যক্তির হয়নি । ইমামের দৃষ্টিতে কাবা ঘরে সব থেকে উত্তম উপসনা হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা । আল্লাহর নিকটে এদের সম্মান আর মর্যাদা অধিক, যার কারণে এদের ওসিলায় আল্লাহ উপসনা আর দোয়া কবুল করেন আর মানবের মনের আশা পূরণ করেন । আল্লাহ সবার মনের খবর জানেন ।

৩) মেহের সুন্নত হওয়ার কারণ:

ইমাম রেযা(আঃ) থেকে প্রশ্ন করা হলো কেন ইসলাম ধর্মে মহিলাদের মেহের ৫০০ দিরহাম রাখা হয় ? তখন ইমাম উত্তর দিলেন : আল্লাহ তায়ালা নিজের উপর ফরজ করেছেন প্রত্যেক মোমিন ব্যক্তি বিবাহের সময় একশত বার (১০০) আল্লাহু আকবার , একশত বার (১০০) সুবহা নাল্লাহ, একশত বার (১০০) আলহামদু লিল্লাহ , একশত বার (১০০) লা ইলাহা ইল্লাহু অবশেষে একশত বার (১০০) দরুদ শরীফ পাঠ করবে তাঁর পর আল্লহর দরবারে

প্রার্থনা করবে আমার স্ত্রী যেন হুরের মতো চরিত্রবান নম্র হয়, এই সমস্ত যিকির একত্রিত ভাবে পাঁচশতবার (৫০০) হয়, যার কারনে ইসলাম ধর্মে মহিলাদের মেহের ৫০০ দিরহাম রাখা হয়

৪) আল্লাহর যিকির আর দরুদের নৈকট্য:

যখন কোনো ব্যক্তির মনে আল্লাহর যিকির করার বাসনা জাগে তখন তাঁর কর্তব্য হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা কেননা এই দুইটি জিকিরের মধ্যে এক দৃঢ় সম্পর্ক আছে আর আল্লহর নিকটে সবথেকে পছন্দনীয় _ ওয়া যাকা রাসমা রাব্বিহি ফাসাল্লি_ এই আয়াতের ব্যখ্যাতে ইমাম রেযা(আঃ) বর্ণনা করেছেন : আল্লাহর যিকির করার সাথে সাথে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করবে ।(উসুলে কাফী খঃ ৫ পৃঃ ৩৭৫) যদি কোনো ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লহর যিকির করে আর হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের যিকিরকে ছেড়ে দেয় তাহলে তাঁর আমলের খাতা শুন্য থাকবে । আল্লহর দরবারে কিছু গ্রহন যোগ্য করাতে গেলে এই নামের সাথে আসতে হবে নতুবা আল্লাহ তোমাদের তিরষ্কার করবে (উসুলে কাফী খঃ ২ পৃঃ ৪৯৫ হাশিয়া নং ১৮, অসায়েলুশ্ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ২০১)

৫) ফেরেস্তারা অন্তরভুক্ত হয়:

যে অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক ভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয় সেখানে নিঃষ্পাপ ফেরেস্তাগণ দলে দলে যোগদান করে । হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্নিত : আল্লহর আদেশে একদল ফেরেস্তাগণ পৃথিবীর বুকে পাড়ি দেয় যেখানে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা হয় । ফেরেস্তারা এদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহর নিকটে দোয়া করে আর একে অপরের সাথে বলতে থাকে যে এদের কত সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্হ গোনার রাশিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন । (অসায়েলুশ্ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ২৩১, যওয়াহে রুল কালাম খঃ ১০ পৃঃ ২৫৫, বেহারুল আনওয়ার খঃ৭২পৃঃ ৪৬৮)

৬) মনোনিত দোয়া:

আল্লাহ তায়ালা কেমন দোয়া পছন্দ করেন আমাদের ইমাম সাদিক(আঃ) নিজেই তা বলে দিয়েছেন : যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে নিজের আশা নিয়ে প্রার্থনা করে তাহলে তাঁর কর্তব্য দরুদ শরীফ দিয়ে আরম্ভ করা , তাঁর পর নিজের আশাকে প্রকাশ করা অবশেষে দরুদ শরীফ দিয়ে সমাপ্ত করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রথম আর শেষ দোয়ার সাথে সাথে তোমাদের দোয়াও কবুল করে নেবেন । তিনি সবার উপর দয়াবান (উসুলে কাফী খঃ ২ পৃঃ ৪৯৪ হাশিয়া নং ১৬, অসায়েলুশ্ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৯৫ হাশিয়া নং ৮৮৩৩, বেহারুল আনওয়ার খঃ ৯০ পৃঃ ৩১৬)

৭) মধু মিষ্ট হওয়ার কারণ:

একদিন হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) আর হযরত আলী(আঃ) খেজুর বাগানে বসে ছিলেন এমন সময় মৌমাছিরা চারিদিকে ভনভনাতে লাগলো, তখন পাক নবী হযরত আলী(আঃ) কে বলছেন জানো এই মাছিরা আমাদেরকে কি বলছে ? ইমাম বললেন আমার থেকে আল্লাহর নবী ভাবে জানেন । সুতরাং হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করলেন : এই মৌমাছিরা আমাদেরকে আজ অথিতি করতে চায় । আর এরা এ কথা বলছে যে অমুক স্হানে কিছু মধু রাখা আছে ইমাম আলী(আঃ) কে পাঠিয়ে দিন যেন তিনি নিয়ে আসে । ইমাম গেলেন আর মধু নিয়ে এলেন । হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) মৌমাছিদের প্রশ্ন করলেন : তোমাদের খাদ্য ফুলের রস আসলে সেটাতো তেতো এর মধ্যে কি রহস্য আছে যে তেতো রস মিষ্টিতে পরিণত হয়ে যায় ? মৌমাছিরা উত্তর দিলো : এই তেতো রস মিষ্টিতে পরিণত হওয়ার কারণ আপনি আর আপনার বংশধর, যখন আমরা কোনো ফলের বা ফুলের উপর বসি আল্লহর নিকট হতে আদেশ আসে যে তিনবার হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করো , যখন আমরা _ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মাদীঁও ওয়ালি মুহম্মাদ_ পাঠ করি তখন ফলের তেতোপনা মিষ্টিতে পরিনিত হয়ে যায় (কান্জুল উম্মাল খঃ ১)

৮) জ্ঞানোচিত (গল্প বা কাহানি বর্ণনা করা) :

সুন্নিদের মধ্যে অনেকে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ছাড়া অন্যদের উপর দরুদ পাঠ করা সঠিক নয় বলে মনে করেন, তারা এটায় বিশ্বাস করে যে যদি অপরের উপর দরুদ পাঠ করা হয় তাহলে নবীর প্রতি অসন্মান করা হবে, এই কথার উপর ভিত্তি করে শহিদে সালিসের পুস্তক এহকাকুল হক থেকে একটা ঘটনা, তিনি ইমাম আলী(আঃ) এর নামের পর আলাই হিস্সালাম পড়লেন । তখন সবাই শহিদে সালিসের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) কে কাযী শুসতারি অপমান করেছে যার কারনে একে হত্যা করা আমাদের কর্তব্য সেই চিঠিতে সবাই স্বক্ষর করলেন কিন্তু সুন্নিদের এক বড়ো আলেমে দীন দস্তরখাতের পরিবর্তে এই কবিতা লিখলেন _ গার লাহমোকা লাহমি যে হাদীসে নবাবী হী ক্যেই সাল্লি আলা নামে আলী বি আদাবী হী_ যদি আলির শরিরের মাংস নবীর শরীরের মাংস হয় তাহলে কেন আলির নামের পর

দরুদ পাঠ করা নবীর শানে অপমান করার সমতুল্য হবে । যখন সবার লেখা চিঠি বাদশার নিকটে পৌঁছালো, বাদশা তখন কাযী শুসতারি ফাঁসির আদেশ দিয়ে দিলেন কিন্তু যখন এই কবিতা দেখলেন তখন ফাঁসির পরিবর্তে হত্যার আদেশ দিলেন (জিন্দেগি আল্লামা শুসতারি পৃষ্ঠা নং ৭১)

৯) উত্তম যিকির:

সব থেকে উত্তম হলো হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা আবদুস্সামাদ বর্ণনা করেছেন : আমি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করলাম তখন আমার কোনো জিকিরের কথা মনে ছিলোনা আমি সর্বস্হানে পাক নবী হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করেছি অবশেষে ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) থেকে প্রশ্ন করা হলো মাওলা আমার উপসনা (ইবাদাত) কি সঠিক হয়েছে ? ইমাম তখন উত্তরে বললেন আজকের দিনে তোমার থেকে উত্তম ইবাদাত কোনো ব্যক্তির হয়নি । আজকের দিনে তোমার থেকে বেশি পুরুষ্কার কেউ নিয়ে য়েতে পারেনি আর তোমার যিকির সব থেকে উত্তম হয়েছে ।

১০) কিভাবে প্রার্থনা করবো:

ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) থেকে বর্ণিত : আমাদের কর্তব্য আমরা যখন কোনো আশা আকাঙ্কা নিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি সর্ব প্রথম আল্লাহর প্রশাংসা তাঁর পর মুহম্মাদ ও আলে মুহম্মাদের প্রশাংসা দিয়ে আরম্ভ করা দরকার । তাঁর পর নিজের কুকর্ম থেকে পরিত্রান পাওয়ার দোয়া । একদিন হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) হযরত আলী(আঃ) কে বলছেন : আমি আজ তোমাকে একটা সুন্দর খবর শোনাবো ইমাম বললেন আমার পিতা মাতা আপনার উপর কুরবান হয়ে যাক আপনি তো সর্বদায় ভালো খবর দিতে থাকেন । হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) তখন বর্ণনা করলেন : যীবরায়িল একটা সুখবর নিয়ে আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যখন আমার উম্মতের মানুস আমার উপর দরুদ পাঠ করবে আর আমার বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করবে আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রার্থনা (দোয়া) মর্যাদা সম্পূর্ণ আর তাঁর দোয়া কবুল করার জন্য আকাশের দরোজা খুলে দেওয়া হয় । শুধু তাই নয় সত্তরবার (৭০) ফেরেস্তাগণ তাঁর উপর দরুদ পাঠ করে । তাঁর সমস্ত গোনার রাশি শুকনো পাতাঁর মতো ঝরে পড়ে কেননা আল্লাহ তাঁর সমস্ত গোনাহ মাফ (মার্জনা) করে দেয় । এমতো অবস্হায় আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিধ্বনি আসবে আমি তোমাদের সামস্ত গোনাহ মাফ (মার্জনা) করে দিয়েছি আর ফেরেস্তাদের দিক চেয়ে বলবে তোমরা এদের উপর সত্তরবার দরুদ পাঠ করেছো আমি এদের উপর শতশতবার দরুদ পাঠ করছি । যদি কেউ আমার উপর দরুদ পাঠ করে আর আমার বংশধরকে ছেড়ে দেয় তাহলে তাঁর প্রার্থনা আর আল্লাহর মধ্যে সত্তরটা পরদার ব্যবধান হয়ে যাবে আর আল্লাহর নিকট থেকে আওয়ার আসবে আমি তোমার দোয়া কবুল করবোনা (আমালিউস্ সুদুক পৃঃ ৬৭৯, বেহারুল আনওয়ার খঃ ৯১ পৃঃ ১৭)

১১) উচ্ছস্বরে দরুদ পাঠ করা:

ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : যদি কোনো ব্যক্তি উচ্ছশ্বরে দরুদ পাঠ করে তাহলে তাঁর মধ্য হতে দ্বিমূখি ভাব পোষন দুর হয়ে যায় (উসুলে কাফী খঃ ২ পৃঃ ৪৯৮ হাশিয়া নং ৩, অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ১৯২ হাশিয়া নং ৯০৮৮) হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : যারা আমাদের উপর উচ্ছস্বরে দরুদ পাঠ করে তাদের মধ্য হতে দ্বিমূখি ভাব পোষণ দুর হয়ে যায় (উসুলে কাফী খঃ ২ পৃঃ ২৯২)

১২) আল্লাহর সম্মতি আকর্ষণ করার উপায়:

অধিক দরুদ শরীফ পাঠ করা আল্লাহর সম্মতি আকর্ষণ করার একটা সঠিক উপায় ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : তোমরা যে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো সেটা আল্লাহর সম্মতি আকর্ষণ করার একটা সঠিক উপায় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তোমার আমলকে পবিত্র করে দিয়েছে (আমালি তুসী পৃঃ ২১৫ , বেহারুল আনওয়ার খঃ ৯১ পৃঃ ৫৮ হাশিয়া নং ২২)

১৩) পাপ কার্যকে ধ্বংস করে দেয়:

ইমাম রেযা(আঃ) বর্ণনা করেছেন : যারা নিজেদের পাপ কর্ম (গোনা) থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা রাখেনা আর অপর ব্যক্তি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা তাঁর কর্তব্য অধিক দরুদ পাঠ করা কেননা দরুদ গোনাকে ধ্বংস করে দেয় (আমালিউস সুদুক পৃঃ ১৩১, হাশিয়া নং ১২৩) ইমাম দরুদের মর্যাদার কথা আমাদের বলেছেন আমরা যেন এটা মনে না করি অন্যায় করবো আর দরুদ পাঠ করবো এরং দরুদ আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দেবে যে সঠিক কাজ করলে পুরুস্কার আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি কেননা আমরা যার উপর দরুদ পড়বো তাদের জীবনী আমাদের জীবন ধারণ করার জন্য সঠিক আর্দশ্য । তাদের নিয়ম মেনে চললে আমাদের জীবন সুন্দর্য হয়ে উঠবে ।

১৪) যারা দরুদ শরীফ লেখে:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : যারা আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে পাঠ করে । যত সময় পর্যন্ত ঐ লেখা স্হায়ী থাকে ফেরেস্তারা তাদের যন্যে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (বেহারুল আনওয়ার খঃ ৯১ পৃঃ ৭১, মুনিয়াতুল মুরীদ পৃঃ ৩৪৭) হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) দ্বিতীয় স্হানে বর্ণনা করেছেন : ফেরেস্তারা ঐ সময় পর্যন্ত এদের দোয়া আকাশের দিকে নিয়ে যায়না যত সময় পর্যন্ত এরা আমার সাথে আমার বংশধরের উপর দরুদ পাঠ না

করে । আর মনে রেখো ঐ সময় পর্যন্ত আল্লাহর নিকটে এদের দোয়া কবুল হবেনা যত সময় পর্যন্ত এরা আমার সাথে আমার বংশধরের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ না করে (ছওয়াবুল আমল ও এহক্বাবুল আমল পৃঃ ৩৫২/ ৫৩)

১৫) ফেরেস্তাগণেরা দরুদ শরীফ বহনকারী:

দরুদ শরীফ নবী করীম(সাঃ) এর জীবনের বিশেষ একটা বিসয়ের মধ্যে । ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) থেকে বর্ণিত : যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একশতবার (১০০) দরুদ শরীফ পাঠ করে তাহলে তাকে সত্তরটা (৭০) ফেরেস্তা ঘিরে রাখে । দরুদের বরকতে নবী করীম(সাঃ) তাকে অতিশীঘ্র আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয় যার অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর মনের আশা তাড়াতাড়ি পূর্ণ করে দেয় (বেহারুল আনওয়ার খঃ ৯১ পৃঃ ৬২ হাশিয়া নং ৫২)

১৬) শুক্রবারে সব থেকে উত্তম যিকির:

বৃহস্পতিবার রাতে আর শুক্রবারের দিনে দান খয়রাত করার অনেক প্রশাংসা করেছেন : ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) থেকে বর্ণিত : বৃহস্পতিবার রাতে আর শুক্রবারের দিনে সাদকা দেওয়া আর মুদম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা , হাজার সত কর্মের সমতুল্য আর হাজার কুকর্ম মুছে দেয় আর হাজার পদমর্যাদা দান করে (জামেউল উসবু পৃঃ ১৮৩, আলমাক্বনা পৃঃ ১৫৬, অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ হাশিয়া নং ৯৭২৯) এমনই একটি হাদিস ইমাম জাফর সাদিক(আঃ থেকে বর্ণিত : শুক্রবারের দিনে মুদম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা ছাড়া উত্তম কোনো আমল নেই (অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৩৮০, রওযাতুল অয়েজীন পৃঃ ৩৯২) ইবনে আবি উমায়ের আর হামাদ বিন উসমান ইমাম মুহম্মাদ বাকির(আঃ) থেকে প্রশ্ন করলেন শুক্রবারের পরে সব থেকে উত্তম আমল কি ? ইমাম উত্তর দিলেন, একশতবার (১০০) দরুদ শরীফ পাঠ করা আর আসরের নামাজের পর যত বেশি পারো দরুদ পাঠ করো । আহমাদ বিন খালিদ তিনি আব্দুল্লাহ বিন সায়াবা আর আবু ইসমাইল মুহম্মাদ বাকির(আঃ) আর জাফর সাদিক(আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : যদি জুমার নামাজের পর দরুদ পাঠ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের নামায়ে আমলে হাজার সত কর্ম লিখে দেবে , হাজার আশা পূরণ করবে, হাজার পদমর্যাদায় বৃদ্ধি করাবে (তেহজিব খঃ ৩পৃঃ ১৯) হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : শুক্রবারের দিনে আমার উপর অধিক দরুদ পাঠ করো কেননা যারা আমার উপর দরুদ পাঠ করে তাদের দেখার জন্য আকাশ থেকে ফেরেস্তারা অবতির্ণ হয় (অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৩৮০ , কান্জুল উম্মাল খঃ ১ পৃঃ ৪৮৮ হাশিয়া ২১৪০)

১৭) সব থেকে কঠিন আমল:

ইমাম মুহম্মাদ বাকির(আঃ) থেকে বর্ণিত : কেয়ামতে সব থেকে উত্তম ঐ আমল হবে , যে আমলে হযরত মুদম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ

করা থাকবে (অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৩৯৭, কুরবুল আসনাদ পৃঃ ১৮ হাশিয়া ৪৫)

১৮) আমলের পাল্লা ভারি হবে:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : কেয়ামতের দিনে আমলের দাঁড়িপাল্লার পাশে আমি বসে থাকবো , যাদের গোনাহের পাল্লা ভারি হতে থাকবে আর সততাঁর পাল্লা কমে যাবে আমি তখন দরুদ গুলি নিয়ে আসবো যারা আমার উপর পাঠ করেছিলো । যখন দরুদ গোনাহের পাল্লার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে তখন সততার পাল্লা ভারি হবে আর হতাশা থেকে নাজাত(পরিত্রান) পাবে (মকারিমুল আখলাক পৃঃ ৩১২, বেহারুল আনওয়ার খঃ ৭ পৃঃ ৩০৪ হাশিয়া ৭২)

১৯) কবরে আলো:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণিত : যারা আমার উপর সব থেকে বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করবে তাদের জন্য এই দরুদ কবরের আলো হয়ে উঠবে , পুলে সিরাতে তোমাদের জন্য আলো হয়ে উঠবে আর তোমাদের জন্য স্বর্গে আলো হয়ে উঠবে (মুসতাদরাক খঃ ৫ পৃঃ ৩২৩ , বেহারুল আনওয়ার খঃ ৭৯ পৃঃ ৬৪)

২০) পুলে সিরাতে আলো:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণিত : যারা আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে পুলে সিরাতে তাদের জন্য আলোর কারণ সমূহ হয়ে দাঁড়াবে

২১) স্বর্গে নবীজির অথিতি:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) থেকে বর্ণিত : সর্ব প্রথম স্বর্গীয় পোষাক হযরত ইবরাহিম(আঃ) পরবে তাঁর পর তাকে আরশের ডান দিকে স্হান দেওয়া হবে আর তাঁকে সেখানে বসানো হবে তাঁর পর আমি পরবো । আমার পরে আলীকে পরানো হবে আর আমার পাশে দাঁড়াবে আর আমার পিছনে সমস্ত উম্মতেরা দাঁড়াবে । তফাৎ শুধু ওদের মধ্যে হবে যারা প্রত্যেক ওয়াজিব নামাজে আমার উপর আর আমার বংশধরের উপর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করেছে তাদের স্হান আমার নিকটে দেওয়া হবে । তারা আমাকে দেখতে পাবে আর আমিও তাদের দেখতে পাবো তাদের মুখ জোৎসনা রাতের মতো উজ্জল হবে (অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৩২৮)

২২) হযরত মুসা(আঃ) এর পদোন্নতির কারণ:

যখন হযরত মুসা(আঃ) আল্লাহর সাথে তুর পাহাড়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা মুসা(আঃ) কে বললেন : মুসা তোমাকে ধন্যবাদ জানায় তুমি অহঙ্কার আর অবাধ্যতা করোনি । যদি কেউ পৃথিবীর বুকে অনুপরিমানে অহঙ্কার করে

তাঁর স্হান জাহান্নাম হবে । তাঁর জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রস্তুত থাকবে । তুমি বা তোমার ছেলে ইসমাইল যদি চাও আমি তোমার আরো নিকটে নিয়ে আসি আর তোমার থেকে দ্রুত রাজি হয়ে যাই তাহলে তুমি আমার প্রিয় বন্ধু হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো কেননা এই দরুদ তোমাদের পদান্নতি করাবে । হযরত মুসা(আঃ) আল্লাহর বাণি অনুসারে দরুদ শরীফ পাঠ করতে লাগলেন । আল্লাহ তাকে ছয়টি ঐশ্বরিক স্মৃতিফলক দান করলেন আর বললেন হে মুসা তোমার ঐশ্বরিক স্মৃতিফলক তুলে নাও । হযরত মুসা(আঃ) তুলে নেওয়ার পর আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করলেন হযরত মুহম্মাদ কে ? যার উপর দরুদ পড়ার কারণে আমি তোমার নৈকট্য পেলাম । আল্লাহ উত্তর দিলেন : জেনে নাও যদি আমি হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না সুতারং এদের মর্যাদা আর সম্মানকে মন থেকে মেনে নাও । হযরত মুসা(আঃ) আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করলেন আপনি আমাকে ভালো বাসেন না হযরত মুহম্মাদকে ? উত্তর দিলেন মুসা তুমি শুধু কথাপোকথনের স্হানে আছো আর হযরত মুহম্মাদ(আঃ) বন্ধুত্বের স্হানে আছে । এখন নিজেই বুঝে নাও কে প্রিয় যার সাথে কথা বলা হয় সে না , যে বন্ধু হয় । তোমার সাথে কথা বলার জন্য তোমাকে তুর পাহাড়ে ডেকেছি আর হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর সাথে কথা বলার জন্য আরশে ডাকবো (সিরাজুল কুলুব পৃঃ ৮৭) আমি যখন তোমার সাথে কথা বলছিলাম তখন তোমাকে আমার কথা শোনার জন্য দশ হাজার কান আর দশ হাজার জিহ্বা দিয়েছিলাম যাতে আমার কথা শোনার পরে আমার কথার উত্তর দিতে পারো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যদি তুমি আমার প্রিয় বন্ধু হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করো তাহলে তোমাকে আমার আরো নিকটে নিয়ে আসবো (লামায়া তুল আনওয়ার পৃঃ ৩৩)

২৩) বিপদ থেকে পরিত্রান:

বণি ইসরাঈলদের গোষ্টিরা যে বিপদের মাঝে ছিলো হযরত মুহম্মাদ(আঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করার কারণে পরিত্রান পেয়েছিলো । বণি ইসরাঈলদের গোষ্টিরা ফেরাউনের কারনামা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা(আঃ)কে নির্দেশ দিলেন সবাইকে দরুদ শরীফ শিখিয়ে দাও, এদের সব বিপদ সরে যাবে (আল্লাহর কথা অনুসারে তেমনি হয়েছিলো তারা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিস্হার পেলো) এই ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে দরুদ পড়া শুধু আমাদের উপর ফরজ ছিলোনা বরং যখন যারা

বিপদে পড়েছে তারা এই দরুদ পড়ে পরিত্রান পেয়েছে। (তাযকিয়া তুন্নুফুস পৃঃ ৩৪৩, বেহারুল আনওয়ার খঃ ১৩ পৃঃ৫১)

২৪) বণি ইসরাঈলদের গরু:

হত্যাকারীকে খোঁজার জন্য এক বিশেষ গরু খোঁজা হলো, আর কিভাবে সে গরু পাওয়া গেলো তাঁর ঘটনা : বণি ইসরাঈলদের মধ্য এক যুবক নিহত হলো কিন্তু হত্যাকারীকে কোনো হদিশ ছিলোনা । আল্লাহর নিকট থেকে আদেশ আসলো যে একটা

গরু জবাহ করো যার মধ্যে এই সমস্ত গুণ পাওয়া যায় । কিন্তু তেমন গরু কোথায় পাওয়া গেলোনা, চারিদিকে খোঁজার পরে বোঝা গেলো তাদের গোষ্টির মধ্যে এক যুবকের কাছে এমন গরু আছে । তারা কোনো খবর রাখেনা, সেই যুবক রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধর উপরে দরুদ পাঠ করার ফল এই পৃথিবীর বুকে দেখতে পাবে আর তাকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে বণি ইসরাঈলদের মধ্য কিছু লোক গরু খোঁজার জন্য তোমার বাড়িতে আসবে । তুমি তখন গরু বিত্রয় করবেনা বরং বলবে এই গরু বিত্রয় করার দায়িত্ব তোমার মায়ের হাতে আর তাঁর কথা অনুযায়ী বিত্রয় হবে যদি তুমি এমন করো তাহলে পৃথিবীর সব অসহায় আর অনাটন থেকে মুক্তি পাবে আর পৃথিবীর বুকে ধনি হয়ে উঠবে । যুবক এই স্বপ্ন দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে প্রভাতের অপেক্ষায় জেগে থাকলো । সকালের সূর্য যখন পূর্ব দিক থেকে উদয় হলো তখন বণি ইসরাঈলদের মধ্য কিছু লোক গরু খোঁজার জন্য তাঁর বাড়ির সামনে উপস্হিত হলো । তারা তখন বললো আমরা গরু ক্রয় করতে এসেছি তুমিকি তোমার গরু বিক্রয় করবে ? ঐ যুবক আর ইসরাঈলদের মধ্য কথোপোকথন হলো অবশেষে তারা বললো তোমার গরু কত দামে বিক্রয় করবে ? যুবক বলেন দুই দিনারে বিক্রয় করবো কিন্তু আমার মায়ের আদেশ অনুসারে তাঁর বললো আমরা তো এক দিনারে কিনতে চায় । যুবক মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলো মা বললো বলো চার দিনারে বিক্রয় করবো । আমরা তো দুই দিনারে কিনতে চায় , যুবক মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলো মা বললো বলো একশত দিনারে বিক্রয় করবো । তারা বললো আমরা পঞ্চাশ দিনারে কিনতে চায়, তখন যুবকের মা বললো এই গরুর চামড়ার পরিমানে শোনা দিতে হবে তারা আর কথা না বাড়িয়ে যথা দামে গরু ক্রয় করে নিয়ে গেলো । গরু জবাহ করার পর তাঁর শ্বাসনালি দিয়ে মৃত ব্যক্তির শরীরে মারলো আর বললো আল্লাহ মুহম্মাদ ও তাঁর পবিত্র বংশধরের ওসিলায় এই মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন । যাতে হত্যাকারীকে সন্ধান পাওয়া যায় অতি বিলম্বে আল্লাহর আদেশে দরুদের বরকতে সুস্হসবলে ঐ যুবক জীবিত হয়ে উঠলো । তখন হযরত মুসা(আঃ) এর দিকে ইশারা করে বলছে হে আল্লাহর নবী আমার দুই চাচাতো ভাই মিলিত হয়ে আমাকে হত্যা করেছে । কেননা এরা আমার উপর হিংসা করতো যাতে আমি আমার চাচাতো বোনের সাথে বিবাহ না করতে পারি , আমাকে হত্যা করার পরে এরা আমাকে এই গোষ্টির নিকটে ফেলে দিয়েছে যাতে এই গোষ্টির নিকট হতে দিয়াত নিতে পারে । এই কথা শোনার পরে হযরত মুসা(আঃ) ঐ দুই ভাইকে হত্যা করলেন

আল্লাহ তায়ালা ঐ গরুর চামড়া এত পরিমানে বড়ো করে দিলো যে দুই হাজার দিনারে পরিপূর্ণ হলো । তখন বণি ইসরাঈলরা বলতে লাগলো বোঝা বড়ো কষ্ট গরুর মালিকের কথা অবাকজনক না মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়াটা অবাকজনক । আল্লাহর নিকট থেকে ওহী আসলো (আদেশ বা বিশেষ বার্তা) হে মুসা বণি ইসরাঈলদের বলে দাউ যারা পৃথিবীর বুকে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে চায়, আর স্বর্গে মহান স্হান পেতে চায় । মুহম্মাদ ও তাঁর পবিত্র বংশধরের সাথে স্হান পেতে চাউ তাহলে এই যুবকের মতো আমল করো । সুতারং এই যুবক হযরত মুহম্মাদ ও

তাঁর পবিত্র বংশধরের মর্যাদার কথা শুনেছিলো আর মন থেকে মেনে নিয়েছিলো যার করনে সর্বদা দরুদ পাঠ করতো তাইতো আজ পৃথিবীর বুকে উত্তম বলে প্রকাশ হলো , জিন্নাত আর ফেরেস্তাদের থেকে ভিন্ন হলো , সমস্ত ধনদৌলত আল্লাহ তাঁর অধিনে করে দিলো । ঐ যুবক হযরত মুসা(আঃ) কাছে প্রশ্ন করলো আমি কি ভাবে এই হিংসুটেদের মাঝে আর এই শত্রুদের মাঝে ধনদৌলতকে রক্ষা করবো ? হযরত মুসা(আঃ) মৃদু হেসে উত্তর দিলেন যে নাম তোমাকে এত কিছু দিয়েছে সেই নামের সাহায্য তোমার ধনদৌলত রক্ষা করো । অর্থাৎ হযরত মুদম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করো আর তোমার এই বিশ্বাসকে নিবিড় করে তোলো যাতে তোমার ধনদৌলতকে এই যিকির রক্ষা করে । (যারা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের কথা স্বরণ করেন আল্লাহ তাদের সর্বদা রক্ষা করেন আর তাদের রক্ষক হয়ে উঠেন । তাদের মান সন্মান সব কিছুর হেফাজত করেন ।) আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে আর তোমরা ধনদৌলতকে রক্ষা করবে । বণি ইসরাঈলদের মৃত যুবক জীবত হয়ে গেল । মুসা(আঃ) আর গরুর মালিকের কথা শুনে খুবি আনন্দিত হলেন আর বললেন হে আল্লাহর নবী আমার প্রতিপালকের কাছে আমি একটি জিনিসের আশা করি যা এই যুবক পেয়েছে । হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের মাধ্যাম এবং এদের উপর দরুদ পাঠ করার সৌভাগ্য দান করে । আর তাদের পবিত্র নামের মাধ্যমে আমাকে পৃথিবীর বুকে জীবিত রাখে , আমার চাচাতো বোনকে আমার জীবন সঙ্গীনি করে , সমস্ত শত্রুতা আর হিংসা থেকে দুরে রাখে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পড়ার মাধ্যমে আমাকে সত কাজে বৃদ্ধি পাইয়ে দেয় । আল্লাহ তায়ালা মুসা(আঃ) কে বললেন তুমি এই যুবক কে বলো আমি তোমাকে মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পড়ার মাধ্যমে ১৩০ বছর জীবন দান করলাম আর এই বয়সে তাঁর চাচাতো বোনকে জীবন সঙ্গীনি করে দিলাম । তাঁর সাথে সুস্হ শরীরে জীবন যাপন করতে পারবে অর্থাৎ অসুস্হতা তাঁর নিকটে আসতে পারবেনা । যখন এই সময় শেষ হয়ে যাবে তখন একে অপরের থেকে বিদায় নেবে যার অর্থ হলো পরোলোগ গমন করবে । স্বর্গে এই নেয়ামত তাঁর সাথে থাকবে (দরুদের বরকতে যুবকের সব আশা সফল হলো আর তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হলো । আমাদের কর্তব্য নিজেদের জীবনে যদি কোনো কষ্ট আশে তাহলে দরুদের সাহায্যে আল্লাহর নিকটে দোয়া করা অবশ্যই আমাদের দোয়া কবুল করবে কেননা তাঁর নিজো চোখে দেখে বিশ্বাস নিয়ে এসেছে আমরা না দেখে তাদের উপর অটুট বিশ্বাস নিয়ে এসেছি আর এই সহস নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি , আমাদের যেন নিরাশ করেন না ঐ

যুবকের মতো আমাদের মনের আশা পুরণ করো) অর্থাৎ তাঁর চাচাতো বোন হুর সেজে তাঁর চির সাথি হবে । আল্লাহ তায়ালা মুসা(আঃ) কে বললেন : হে মুসা যদি এই যুবকেরা আমার কাছে প্রার্থনা করতো আর হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করতো আর নিজের কর্ম হতে ক্ষমা চাইতো আর বলতো আল্লাহ তায়ালা আমাকে অপমান করোনা , আমি অপমান করতাম না আর বণি ইসরাঈলরা কখনো এ ঘটনা জানতে পারতোনা আর যদি সবার জানার পরে তওবা করতো আর হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করার

মাধ্যাম ও তাঁর ওসিলা দিতো তাহলে আমি এ ঘটনাকে মুছে দিতাম আর এই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের মনে ভালোবাসা এনে দিতাম যার ফলে তারা সবাই এই যুবককে ক্ষমা করে দিতন । (কিন্তু এই যুবকেরা তওবা করেনি আর না হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করার মাধ্যাম ও তাঁর ওসিলা দিয়েছে তারা তো নিজের অন্যায়কে শিকার করেনি যখন প্রকাশ হয়ে গেলো আর মৃত যুবক সাক্ষী দিলো তখন মেনে নিলো, আল্লাহ সব থেকে বেশি দয়াবান যদি ক্ষমা প্রার্থনা করতো তাহলে ক্ষমা করে দিতেন)

কিছু দিন যাওয়ার পর যারা গরু কিনেছিলো তারা মুসা(আঃ) এর নিকটে উপস্হিত হলো আর বললো হে আল্লাহর নবী : অতি অসহায় পড়ার করণে এসেছি নিশ্চই আমাদের নিরাশ করবেনা । আমাদের দৈনন্দ জীবন খুবি অসহায় আর অনাটনে কাটছে , আমাদের যা সঞ্চিত পুঁজি ছিলো গরু ক্রয় করতে শেষ হয়ে গেছে আপনি আমাদের একটা সাহায্যের উপায় বলে দিন আর আল্লাহর নিকটে রুজিতে বরকতের দোয়া করে দিন । হযরত মুসা(আঃ) বললেন হায় আফসোস, দুঃখ হয় তোমাদের মতো বুদ্ধদের দেখে (আমরা হলে বলতাম সারা রাত ধরে রামায়ন চলছে সকালে উঠে বলছে শিতা রামের কি হয় তাই হলো এদের ভাগ্যে) তোমাদের সামনে এতো কিছু ঘটে গেলো তা থেকে তোমরা কিছুই অর্জন করতে পারোনি, দরুদের বরকতে মৃত যুবক জীবত হয়েছে, গরীব যুবক ধনি হয়েছে, মৃত যুবকের আশা পূরণ হয়েছে । দরুদের এতটা লাভদায়ক ফল তোমরা দেখেছো যাও বাড়ি যাও হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করার মাধ্যাম ও তাঁর ওসিলা দিয়ে দোয়া করো তোমাদের মনের আশা পূরণ হবে । বণি ইসরাঈলদের মধ্যে কিছু লোক দোয়া আর মোনাজাতে লিপ্ত হলো আর হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের দিব্বি দিয়ে আল্লাহর নিকটে দোয়া করতে লাগলেন যাতে তাদের অসহায় ও অনাটন দুর হয়ে যায় । তাঁর পর এক দিন আল্লাহ তায়ালা মুসা(আঃ) আদেশ দিলেন : এদের বলো অমুক স্হানে গিয়ে খনন করতে সেখানে দশহাজার দিনার রাখা আছে, সে গুলি নিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে বন্ঠন করে নেয় । তাদের অবস্হা পুর্বের থেকে অধিক বৃদ্ধি পেলো । আমাদের কর্তব্য দরুদ শরীফকে চীরো সাথী করা (সালাওয়াত কিলিদে হাল্লে মুশকিলাত পৃঃ ৮৩)

২৫) বণি ইসরাঈলদের তাওয়াস্সুল:

বণি ইসরাঈললেরা সামরি যাদুগারের ষড়যন্ত্রে পড়ে পথভ্রষ্ট এবং বিভিন্ন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিলো , যথা তলোয়ার দিয়ে বিদঘুটে অন্ধকারে একে অপরকে হত্যা করতো , এই বিশ্বাস নিয়ে যে মারবে বা মরবে তারা বেহেস্তে যাবে আর যারা জীবিত থাকবে তাঁর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে তাঁর পর তাদের গোনাকে মাফ করে দেবে । কাসায়েসুল আম্বিয়া মধ্যে বর্ণিত : যে মুসা(আঃ) এর ধর্মের লোকেরা সামরি যাদুগারের কথা অনুসারে চলার কারণে সঠিক রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো তারা সামরি যাদুগারের কাছে প্রশ্ন করলো এই বাছুর কি আমাদের আল্লাহ ? উত্তর দিলো বৃক্ষ হযরত মুসা(আঃ) এর সাথে কথা বলেনি ? এই বাছুর ও ঠিক এই গাছের

সমতুল্য, সামরি যাদুগার এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এমন ভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন মানুসের চোখের আড়াল হয়ে বাছুরের মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলে ঐ ব্যক্তি তেমনি করেছিলেন যার করণে মানুস অতি সহজে বিশ্বাস করে নিয়েছিলো যে বাছুর তাদের খোদা । এর ফলে হযরত মুসা(আঃ) এর ৬০ হাজার কওমের মধ্যে কেবল মাত্র ১২ হাজার সঠিক রাস্তায় ছিলো আর সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে ছিলো । তারা সবাই সামরি যাদুগারের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো অবশেষে যখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো তারা নিজেদের কর্মে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা করতে লাগলো । তাঁর এমন ভাবে তওবা করতে লাগলো যে তলোয়ার দিয়ে একে অপরের মারতে লাগলো । হযরত মুসা(আঃ) এর আদেশ অনুশারে তারা এই কুকর্ম থেকে বিরত থাকলো অবশেষে যখন তারা নাজেহাল হয়ে পড়লো তখন তারা পঞ্চতনের ওসিলা দিয়ে ক্রন্দিত অবস্হায় আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করতে লাগলো –ইয়া রাব্বানা বিযাহি মুহম্মাদিন আল আকরামা ওয়া বিযাহি আলীইন আফযাল্লা আলামা ওয়া বিযাহি ফাতেমাতুহু ফোযালা ওয়া বিযাহিল হাসানি ওয়াল হোসায়নি ওয়া বিযাহিল যুর্‌রিয়াতিত তাইয়েবিনা মিন আলে তাহা ওয়া গাফারতা হাফাওয়াও তানা ওয়া আযালতা হাযাল কাতলা আন্না- সেই সময় আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে ওহি আসলো হে মুসা আমি তোমার কওমের তওবাকে গ্রগন করলেম (কাসাসুল আম্বিয়া পৃঃ ১৭০/ ১৭১)

২৬) দরুদ শয়তানের জন্য দুঃখজনক:

এক দিন হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে এক হালকা পাতলা ও দূর্বল শয়তানকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার এমন অবস্হা কে করেছে ? উত্তর দিলো ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার উম্মত আমার খুব কষ্ঠ দিচ্ছে আর আমি খুবি কষ্টের মধ্যে আছি । নবী বললেন আমার উম্মত এমন কি কাজ করেছেন ? শয়তান বললো আপনার উম্মতের মধ্যে ছয়টি(৬) অভ্যাস আছে যা আমি সহ্য করতে পারিনা আর আমাকে খুবি কষ্ট দেয় যথা ১) একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা ২) একে অপরের সাথে হাত মেলানো ৩) কোনো

কাজ করার পূর্বে ইনশা আল্লাহ বলা ৪) গোনা হতে তওবা করা (আসতাগ ফিরুল্লাহ বলা) ৫) আপনার নাম শোনার পরে দরুদ পাঠ করা ৬) কোনো কাজ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা (এযাযে সালাত পৃঃ ৪৩/ ৪৪)

২৭) সর্বোত্তম ইবাদত (বরজাখের কথা) :

আবু আলকামা থেকে বর্ণিত : হয়রত মুহম্মাদ(সাঃ) সকালের নামাজ পড়ার পর আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন হে সাহাবীগণ কাল রাতে আমার চাচা হামজা আর আমার ভাই (জাফর তাইয়ার) কে স্বপ্নে দেখলাম তাদের কাছে প্রশ্ন করলাম আমার পিতামাতা তোমাদের উপর কোরবান হয়ে যাক । তোমাদের নিকটে সব থেকে উত্তম আমল কি ? উত্তর দিলেন আমাদের পিতামাতা আপনার উপর কোরবান , ১) আপনার

উপর দরুদ পাঠ করা ২) পিপাসিত ব্যক্তিদের পানি পান করানো ৩) হযরত আলী(আঃ) এর ভালোবাসা সব থেকে উত্তম আমল (মনাকিবে খাযরামি পৃঃ ৭৪ হাশিয়া ৫৩, মদিনাতুল মায়াযীয খঃ ৩ পৃঃ৩৫ হাশিয়া ৬৯৮, বেহারুল আনওয়ার খঃ ৩৯ পৃঃ ২৭৪)

২৮) দরুদ আর রমযান মাস:

ইমাম মুহম্মাদ বাকির(আঃ) থেকে বর্নিত : যে ব্যক্তি রমযান মাসকে উপলব্ধি(প্রত্যক্ষণ) করা সর্ত্তেও পাপ মোচন করেনি আল্লাহ তাকে তাড়িয়ে দেয় , আল্লাহর নিকটে সে অলক্ষুনে হয়ে যায় , আর যদি কেউ হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করেনা তাহলে আল্লাহ তাকে কখনো ক্ষমা করেনা আর নিজের দরবার থেকে বার করে দেয় । ছওয়াবুল আমল আর আমালী শেখ সাদুকের মধ্যে বর্নিত আছে যে হযরত মুহম্মাদ রমযান মাসের খোৎবার মধ্যে বর্নণা করেছেন : যে ব্যক্তি রমযান মাসে আমার উপর বেশি থেকে বেশি দরুদ পাঠ করবে হিসাব নিকাশের দিনে যখন আমলের দাঁড়িপাল্লা সিমীত থাকবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই সিমিত আমলকে সব থেকে বেশি করে দেবে (বিহারুল আনওয়ার খঃ৯৮ পৃঃ৫৪, আমালীউস সুদুক পৃঃ ১৫৫, অসায়েলুশ শিয়া খঃ ১০ পৃঃ ৩১৪)

২৯) নবীজির অভিষেক দিবসে দরুদ:

সর্বদা দরুদ শরীফ পাঠ করা উত্তম আর বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত, আরো বিশেষ কিছু দিন আছে যে দিনে দরুদ পাঠ করলে অধিক পুরুস্কার পাওয়া যায় . . . যথা হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর নবুআতের অভিষেক দিবসে । হাসান বিন রাশিদ বর্ণনা করেছেন যে আমি ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) এর নিকট প্রশ্ন করলাম মুসলমানদের প্রসিদ্ধ ঈদ ছাড়া (ইঈে কোরবান আর ঈদুল ফিতর) আর কি কোনো ঈদ আছে ? ইমাম উত্তর দিলেন অবশ্যই আছে যার সন্মান ও মর্যদা খুবি বেশি । দ্বিতীয়বার ইমামের নিকট প্রশ্ন করলেন সেই দিনের নাম কি ? ইমাম উত্তর দিলেন যে দিন সবার মাঝে বেলায়াতের অভিষেক হয়েছিলো । আমি আপনার উপর কোরবান সেদিন আমাদের কি কাজ করার দরকার , ইমাম বললেন : রোযা রাখো আর বেশি করে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করো । আর ২৭ রজবের দিনে রোজা রাখো হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করো । কেননা এই দিনে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর নবুয়াতের অভিষেক হয়েছিলো , এই দিনের সওয়াব ৭০ হাজার মাসের সমতুল্য (উসুলে কাফী খঃ ৪ পৃঃ ১৪৮)

৩০) জিহ্বার সাদকা:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) সাহাবীদের সামনে বর্ণনা করেছেন : হে মানব জাতি আল্লাহকে অনুশরন করো ও তাঁর নৈকট্য অর্জন করো যাতে আল্লাহ তোমাদের সঠিক রাস্তায় পৌঁছে দেয় । পৃথিবীর দাসত্ব থেকে বিরত থাকো আর আল্লাহর শত্রুদের থেকে শত্রুতা করো । আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, যাতে তোমাদের আমল কেয়ামতের

দিনে ভারি হয়ে যায় , নিজের মালদৌলত থেকে দান খায়রাত করো । সবাই নবীজির নিকটে প্রশ্ন করলো : হে আল্লাহর নবী আমাদের শরীর খুবি দূর্বল আর আমাদের কাছে এত মাল ও দৌলত নেই যে আল্লাহর রাস্তায় দান খায়রাত করবো এমতাবস্হায় আমাদের কি করণীয় ? হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বললেন : মনের সাদকা আর জিহ্বার সাদকা দাও । সাহাবীরা বললেন : এ কেমন ভাবে প্রদান করতে হবে ? তখন নবী পাক হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এরশাদ করলেন : মনের সাদকা আল্লাহর গুণগান আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, নবী আর আলীর প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর ওলী আর যার আল্লাহর ইনকিলাবের উদ্দেশ্যের জন্য মনোনিত হয়েছে তাদের ভালোবাসা, শিয়াদের ভালোবাসা আর যারা শিয়াদের ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা নিজের মনের মধ্যে নিবিড় করে তোলাই হচ্ছে মনের সাদকা । জিহ্বার সাদকা .. সর্বদা আল্লাহর যিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকা আর দরুদ পাঠ করা (হযরত মুহম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করা) আল্লাহ তায়ালা এই আমলের দ্বারা আমাদের সুমহান মর্যাদা দান করবেন (তাফসিরে ইমাম আসকারী পৃঃ ৪৪৭/ ৪৪৮, মদিনাতুল মায়াযীয খঃ ১ পৃঃ ৪৫৫ , বেহারুল আনওয়ার খঃ ৯ পৃঃ ৩২৫)

৩১) কৃপণ:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তির কানে আমার নাম পৌছে যাওয়া সত্বেও দরুদ পাঠ করেনা সেই সব থেকে বড় কৃপণ (কানযুল উম্মাল হাদীস ২২৪৩, ২১৪৪)

৩২) ফুলে সুগন্ধ:

ফুলের সুগন্ধ যখন অনুভব করা হয় তখন দরুদ পাঠ করার বিশেষ গুরুপ্ত দেওয়া হয়েছে । আর এ কথা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে । মালিকে জাহানি লিখেছেন ইমাম জাফর সাদিক(আঃ) এর সামনে এক ব্যক্তি একটি ফুল নিয়ে উপস্তিত হলেন আর সেই ফুলটিকে ইমামকে দিলেন তখন ইমাম সেই ফুলটি কখনো নিজের চোখে লাগাচ্ছেন আর কখনো তাঁর সুগন্ধ অনুভব করছেন তাঁর পর ইমাম বললেন : যদি কেউ ফুল হাতে নিয়ে তাঁর সুগন্ধ অনুভব করে আর চোখে লাগানোর সময় দরুদ (আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহম্মাদীঁও ওয়ালি মুহম্মাদ) পাঠ করে তাহলে এই ফুল মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহ তাঁর সমস্ত গোনাকে মাফ করে দেন । (আসার ও বারাকাতে সালোয়াত পৃঃ ৫৩, রওযাতুল অয়েযীন পৃঃ ৩২৭, অসায়েলুশ শিয়া খঃ ২ পৃঃ ১৭১)

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : যারা আমার পবিত্র বংশধর ব্যতীত আমার উপর দরুদ পাঠ করবে তাদের উপর জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত হারাম (আমালি উস্সুদুক পৃঃ ৫৩ হাশিয়া ২৯১, অসায়েলুশ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ২০৩ হাশিয়া ৯১১৭)

যারা আমার উপর দরুদ পাঠ করতে ভুলে গেছে তারা বেহেস্তের পথ হারিয়ে যাওয়া মুসাফিরের মতো (আমালি উস্সুদুক পৃঃ ১৪৫ হাশিয়া ২৩৬) (যারা হযরত

মুহম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালার নিকটে তারা খুব পছন্দনিয় , তারা পথ না জানা মুসাফিরের মতো দারে দারে ঠোকর খাবেনা, তাদের শুধু একটাই উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নিয়ম ভিত্তক জীবন যাপন করা , নবী ও তাঁর পবিত্র বংশধরের অনুসরণ করা)

৩৩) তিনবার আমীন বলা:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) মেম্বরে গিয়ে তিনবার আমীন বললেন তাঁর কারণ যথা. . . হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) মসজিদে নববীতে বসে খোৎবা দিচ্ছিলেন সেই সময় এক মহিলা প্রস্তাব দিলেন যে, আমার ভাগ্না কাঠের মিস্ত্রি আপনার জন্য একটি মেম্বর বানাতে বলেছি নবীজি তাঁর কথা মেনে নিলেন । যখন মেম্বর তানার সামনে উপস্হিত হলো তিনি উপরে গেলেন আর প্রত্যেক ধাপে ধাপে আমিন বললেন । এমতাবস্হায় সবাই অবাক চোখে নবীর দিকে দেখতে লাগলেন । জাবির বিন আব্দুল্লা থেকে বর্নিত : হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) মসজিদে নববীতে হেলান দিয়ে বসে খোৎবা দিচ্ছিলেন (যে থামে তিনি হেলান দিয়েছিলেন সেই থাম পরে হন্নানা নামে সুপরিচিত হয়ে ছিলো) সেই সময় কিছু মোমীন মিলিত হয়ে মেম্বর বাণিয়ে নিয়ে আসলো নবীজি যখন প্রথম ধাপে পা দিলেন আমিন বললেন , দ্বিতীয় ধাপে পা দিলেন আমিন বললেন আর যখন তৃতীয় ধাপে পা দিলেন আমিন বললেন, যখন নবীজির খোৎবা শেষ হলো তখন সাহাবীগণ সমোবেত হয়ে বললেন হে নবী সর্বদা দোয়ার পরে আমিন বলতে আপনি আমাদের শিখিয়েছেন কিন্তু আপনি বৃথা বৃথা তিনবার আমিন বললেন । তখন হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এরশাদ করলেন জিবরাঈল দোয়া করছিলো আর আমি আমিন বলছিলাম দোয়া যথা. . যখন আমি প্রথম ধাপে পা দিলাম জিবরাঈল দোয়া করছিলো যে যারা নিজের পিতামাতাকে দেখেছে বা তাদের সাথে উঠা বসা করেছে কিন্তু তাদের সেবা যত্নের দ্বারা আল্লাহর কাছে নিজের ক্ষমা প্রার্থনা করেনি তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে এই কথা শোনার পর আমি প্রথমবার আমিন বললাম ।যখন আমি দ্বিতীয় ধাপে পা দিলাম জিবরাঈল দোয়া করছিলো যে যখন কোনো ব্যক্তির সামনে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর নাম নেওয়া হয় যদি সে দরুদ পাঠ না করে আর সেই সময় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে আর আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে তখন আমি দ্বিতীয়বার আমিন বললাম । যখন তৃতীয় সিড়িতে পৌছালাম তখন জিবরাঈল দোয়া করছিলো যে ব্যক্তি শবে কাদ্‌র আর রমযান মাস দেখার পর আল্লাহর কাছে নিজের ক্ষমা প্রার্থনা করেনি তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে । তখন আমি তৃতীয়বার আমিন বললাম (মুসতাদরিকুল অসায়েল খঃ ৫ পৃঃ ৩৫২, তফসিরে দুর্‌রুল মানসুর খঃ ৫ পৃঃ ২১৭)

৩৪) গোনাহ সমাপ্ত হয়ে যায়:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : যদি কোনো ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে আল্লাহর মনোনিত ভাবে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তাহলে তাঁর সমস্ত

গোনাহ আল্লাহ তায়ালা সমাপ্ত করে দেন (মুসতাদরিকুল অসায়েল খঃ ৫ পৃঃ ৩৩৪, বিহারুল আনওয়ার খঃ ৯১ পৃঃ ৬৩)

যদি কেউ পাঠ করে আমার উপর দরুদে খোদা
কারণ একটা থাকা চাই সঠিক মন আর সততা
ধ্বংস হয়ে যাবে সব অনিষ্ঠা আর অপবিত্রতা
যদি না থাকে গলে অন্যের অধিকারের বোঝা ।।
দরুদ নিয়ে যাবে তোমাদের সঠিক পথে
নবীর সাথে যদি নবীর বংশধর থাকে
একে অপর ছাড়া দৃষ্টিহীন পথিকের মতো
মিলিত হয়ে জান্নাতে মোদের নিয়ে যাবে ।।

৩৫) সুস্হ ও সবলতা:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) দরুদ শরীফকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি মনোযোগ সহোকারে আল্লাহর মনোনিত ভাবে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্হ সবল রাখবে আর যদি কেউ সর্বদা দরুদ পাঠ করে আর এই যিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সামনে রহমতের দরোজা খুলে দেয় আর তাঁর সমস্ত কাজ কর্ম গুলো সহজ করে দেন (বিহারুল আনওয়ার খঃ ৯১ পৃঃ ৬৩)

৩৬) দোয়া মর্যাদা সম্পূর্ণ আর আমল শোধিত:

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : যদি তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করো তাহলে তোমাদের আমল আল্লাহর নিকটে মনোনিত আর পবিত্র হবে (অসায়েলুশ্ শিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৯৬ , আমালি তুসি পৃঃ ২১৫)

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) বর্ণনা করেছেন : দরুদ পাঠ করা নিজের জন্য দোয়া করা থেকে উত্তম(লামাতুল বাইযা পৃঃ ২১৫) নিজেদের আমলকে পাক ও পবিত্র করতে আল্লাহর দরবারে এই নামের সাথে প্রবেশ করো নতুবা সমস্ত কিছু বিফলে যাবে আর সব কিছু তুচ্ছ বলে গন্য হবে । আল্লাহ এই নামের দ্বারাই সব কিছু কবুল করতে চায় তোমরা যেন এদের সাথে শত্রুতা করোনা বরং সর্বদা বন্ধু হয়ে থেকো ।

পাঠ করো যদি দরুদ আমার উপর তোমরা
সন্মান হবে আল্লাহর দরবারে সর্বে সেরা
আমল হবে শোধিত পবিত্র দরুদের দ্বারা
আমার সাথে বংশের ওসিলা দেবে যারা ।।

৩৭) যুবক আর দরুদ শরীফ:

সুফিয়ানে সওরী বর্ণনা করেছেন : এক বছর আমি হজ করতে গিয়েছিলাম । যখন আমি মদিনায় হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর রওযার নিকটে পৌঁছালাম তখন এক সুন্দর চরিত্রবান যুবককে দেখলাম যার মুখে দরুদ ছাড়া আর কিছু ছিলোনা আমি মনে মনে ভাবলাম ঐ যুবকের সাথে দেখা করবো কিন্তু জনগণের ভীড়ের করণে আমি দেখা করতে পারলামনা । যখন আমি মক্কায় কাবা ঘরের নিকটে পৌঁছালাম তখন ঐ যুবককে দেখলাম যার মুখে দরুদ ছাড়া আর কিছু ছিলোনা আমি মনে মনে ভাবলাম ঐ যুবকের সাথে দেখা করবো আর এই দরুদ পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করবো ? কিন্তু তাওয়াফ কারীদের ভীড়ের করণে আমি তাঁর নিকটে পৌঁছাতে পারলামনা অবশেষে আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো । আমি যখন আরাফাতের ময়দানে পৌঁছালাম তখন ঐ যুবককে পুনরায় একি অবস্হায় পেলাম । তাঁর মুখে দরুদ ছাড়া আর কিছু ছিলোনা (এমন মনে হচ্ছিল যে দরুদ ছাড়া অন্য কোনো যিকির জানেইনা) আমি ঐ যুবকের নিকটে গিয়ে প্রশ্ন করলাম এখানে ক্ষমা প্রার্থনা করার স্হান, নিজের আশা আখাঙ্কা আল্লাহর দরবারে চাওয়ার স্হান, কিন্তু তোমাকে মদিনা থেকে মক্কা আর এই আরাফাত পর্যন্ত একি যিকির পড়তে শুনেছি বা দেখেছি এর কারণ কি আমার সাথে বলতে পারবে ? যুবক উত্তর দিলো . . গত বছর আমি আমার পিতাঁর সঙ্গে হজ করতে রওনা হয়েছিলাম কিন্তু মধ্যস্হানে আমার পিতা অসুস্হ হয়ে পড়ে , সেমতাবস্হায় আমি একটা ঘর ভাড়ায় নিয়ে আমার পিতার সেবা করতে লাগলাম আর তার মাথার দিকে বসে ছিলাম হঠাৎ মুত্যুর ফেরেস্তা উপস্হিত হলো আর আমার পিতা মৃত্যু শয্যায় হওয়ার সাথে সাথে মুখের রং পরিবর্তন হয়ে গেলো মুখের রং এতো কালো আর বিশ্রি হয়ে গেলো যে যদি কেউ দেখা তাহলে বললে এই ব্যক্তি বড়ো অপরাধি আর পাপি বান্দা ছিলো । আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম আর স্বপ্নে এক সুগন্ধে ভরা যুবককে দেখলাম । তেমন যুবক আমার জীবনে কখনো দেখেনি তিনি আমার পিতাঁর নিকটে গিয়ে নিজের হাত আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর বোলাতে লাগলো সাথে সাথে আমার পিতার মুখমন্ডল উজ্জল আর নুরানি হয়ে গেলো । আমি অবাক চোখে এই দৃশ্য দেখতে লাগলাম তাঁর পর প্রশ্ন করলাম আপনি কে যে এমন ক্ষমতা রাখেন ? উত্তর দিলেন আমি তোমার নবী মুহম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ(সাঃ) তোমার পিতা অপরাধি ছিলো কিন্তু আমার উপর দরুদ পাঠ করতো যার কারণে আমি সাহায্য করার জন্য মৃত্যুর সময় উপস্হিত হয়েছি । তাঁর পর আমার চোখ খুলে গলো । ঘুম থেকে উঠার পর সর্ব প্রথম পিতার মুখের দিকে দেখলাম তার মুখ জোৎস্না রাতের চাঁদের মতো উজ্জল হয়ে আছে । এই দৃশ্য দেখে আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে দরুদের কতো মর্যাদা তাঁর পর থেকে আমি সর্বদা এই যিকির পাঠ করি (শারে ফাযায়েলে সালোয়াত পৃঃ ১৫৫, এহকাকুল হক খঃ ৯ পৃঃ ৬৪২, সাদ ময়ু আর পুনসাদ দাস্তান খঃ ২ পৃঃ ৩৬৬)

৩৮) বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীর থেকে সুগন্ধ:

স্বর্গীয় আয়াতুল্লাহ মোল্লা আলী হামাদানী বর্ণনা করেছেন : এক দিন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি খুমুসের হিসাব নিকাশের জন্য আমার কাছে এসেছিলো । তাঁর শরীর থেকে এক অলৌকিকময় সুগন্ধ বার হচ্ছিল যেটাকে আমি অনুভব করলাম । এমন সুগন্ধ আমার জীবনে কখনো আমি অনুভব করেনি , আমি তার কাছে প্রশ্ন করলাম আপনি কেমন আতোর ব্যবহার করেছেন যার সুগন্ধ মন কেড়ে নেওয়ার মতো ? উত্তর দিলেন এই সুগন্ধের মধ্য এক রহস্য লুকিয়ে আছে যা আমি কোনো দিন কারো সাথে বলেনি কিন্তু আপনি আমার মাওলা আপনার সাথে বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই । এক দিন রাতে আমি হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম তাঁর নিকটে আমার নিয়ে আনুমানিক দশ (১০) জন বসেছিলাম । হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) প্রশ্ন করলেন তোমাদের মধ্য সব থেকে বেশি আমার উপর দরুদ কে পাঠ করে ? কেউ কোনো উত্তর দিলোনা তখন আমি মনে ভাবলাম আমি বলি কিন্তু আমার সাহস হলোনা । হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করলেন , পুনরায় সবাই নিস্তব্ধ থাকলেন কেউ কিছুই বললোনা হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিলোনা তখন নবীজি নিজে উঠে এসে আমার দিকে ইশারা করে বললেন, কেন তুমি বলছোনা ? আমি সব থেকে বেশি আপনার উপর দরুদ পাঠ করি তাঁর পর আমার মুখে চুম্মন দিলেন সেদিন থেকে এই সুগন্ধ আমার মুখ থেকে বার হয় । আপনার মতো সবাই এটা মনে করে যে আমি আতো লাগিয়েছি (ফাযায়েল ও আসারে সালোয়াত পৃঃ ১১৬, সাদ ময়ু আর পুনসাদ দাস্তান খঃ ২ পৃঃ ৩৬৬/ ৩৬৭)

৩৯) ঈসা(আঃ) আর দরুদ শরীফ:

যখন ইয়াহুদের সাথে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এর মোবাহেলার চুক্তি হলো যে যারা সত্যবাদি হবে তারা মিথ্যবাদিদের উপর লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করবে । সেমতাবস্হায় তারা একে অপরের সাথে শলাপরামর্শ করতে লাগলো ইয়াহুদের মধ্যে এক বয়স্ক ব্যক্তি যার নাম হারিসতা বিন আসাল যে ইসা(আঃ) এর ধর্মের উপর বিশ্বাস রাখতো । তিনি নিজের স্হান ছেড়ে জাহিজের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো , আল্লাহ তায়ালা মুসা(আঃ) এর উপর ওহী নাজিল করেছিলেন যথা. . . হে আল্লাহর কনিজ(দাসি) মরিয়মের পুত্র , আল্লাহর পুস্তক নিয়ে সিরিয়া বাসিদের নিকটে গিয়ে তাদের ভাসায় ব্যাখ্যা করো । আর তাদের বলো আল্লাহ ব্যতিত অপর কনো প্রভূ নেই যিনি সর্বদা জীবিত থাকবে । আল্লাহ কোনো জীনিসের সংমিশ্রনে সৃষ্টি নয় । এই বিশ্ব ভ্রমন্ডকে তিনি ইতি থেকে সুষ্টি করেছেন । তার পর আরও বর্ণনা করলেন যে আল্লাহ এরশাদ করছেন . . অবশ্যই আমি তোমাদের হেদায়াতের জন্য পুস্তক নিয়ে রসুলদের পাঠাবো যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হয় । অতিশীঘ্র আমার মনোনিত আর প্রিয় নবী পাঠাবো যার নাম ফারকিলিত্বা(আহমাদ) যার জন্মস্হান ফারান পর্বত আর মক্কা শহর হবে যেখানে তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিমের নবুয়াতের অভিষেক হয়েছিলো । তাকে এমন এক নুর দেব যার দ্বারা অন্ধ ব্যক্তিদের সুস্হ করে তুলবে আর কালো পাথরের মতো ব্যক্তিদের মনকে উজ্জল করে তুলবে (পাপি ব্যক্তিদের সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসবে আর তাদের সঠির পথের আলো দেখাবে) এই সমস্ত সৌভাগ্য তাদের

জন্য যারা ঐ যুগে জীবন যাপন করবে । নবীর কথা শুনবে আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে ও তাকে অনুসরণ করবে । হে ঈসা যখন তুমি তাঁকে (মুহম্মাদ(সাঃ)) মনে করবে তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করবে কেননা তাঁর উপর আমি এবং আমার সমস্ত ফেরেস্তাগণ দরুদ পাঠ করি (হায়াতুল কুলুব খঃ ২ পৃঃ ২১৭, সাদ ময়ু আর পুনসাদ দাস্তান খঃ ২ পৃঃ ৩৬৭)

৪০) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে শতবার দরুদ:

এক আবিদ পাঁচশত দিরহাম ঋণি ছিলেন (যার এই ঋন পরিশোধ করার মতো ক্ষমতা ছিলোনা) সে তাঁর নিজের ঋণের কারণে পাক নবীর ওসিলা দিয়ে দোয়া করতে লাগলেন তাঁর পর স্বপ্নে হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) দেখলেন তিনি বললেন : নিশাপুরে আবুল হাসান দর্জির কাছে যাও যে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার অসহায় ব্যক্তিদের পোশাক দান করেন তাঁর নিকটে গিয়ে আমার সালাম দেবে আর নিজের ঋণের কথা বলবে যদি কোনো প্রমাণ চায় তাহলে বলবে প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর পূর্বে শতবার দরুদ পাঠ করো কিন্তু আজ রাতে পড়তে ভুলে গেছো । তাঁর পর ঘুম থেকে উঠে নিশাপুরে আবুল হাসান দর্জির কাছে গেলেন আর পূর্বের সমস্ত ঘটনা বললেন দর্জি এই কথা শুনে শুকরের নামাজ পড়লেন আর বললেন আমার এই কথা আমি ব্যতিত আর কেউ জানেনা হযরত মুহম্মাদ(সাঃ) এই আমল কবুল করেছেন তাঁর পর দর্জিকে পাঁচশত দিরহামের পরিবর্তে দুইহাজার পাঁচশত দিরহাম তাকে দিয়েছে আর অনুরোধ করে বলেছেন যদি কখনো কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় তাহলে আমার নিকটে আসবে আমি তোমার আশা পূরণ করার চেষ্টা করবো। (খাজিনাতুল কুলুব খঃ ২ পৃঃ ২১৭, সাদ ময়ু আর পুনসাদ দাস্তান খঃ ২ পৃঃ ৩৬৭)